কর্মহীন হয়েছেন ৭০ শতাংশ জেলে, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন ৬৭ শতাংশ, পরিবারে বেড়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা

১. ভূমিকা:

ইলিশ মাছসহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন বৃ×তে সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বছরের বিভিন্ন সময়ে মাছ মাছ ধরা নিষি× করা। যেমন, মৎস্য প্রজননের জন্য প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ এই দুই মাস নদী ও সাগারে পাঁচটি অভয়াশ্রম এলাকায় মাছ ধরা নিষি× থাকে। ৯ মে থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন দেশের ৩৫ জেলার ১৪৭ উপজেলায় ইলিশ ধরা বন্ধ থাকে। ১ নভেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি তিন মাস দেশের নদীগুলোর ৬টি অভয়াশ্রমে সকল প্রকার মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকে । ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই দুই মাস পর্যন্ত ভোলা, চাঁদপুর, পটুয়াখালী, লক্ষীপুর ও শরিয়তপুরে ৪৩৫ কিঃমিঃ সকল মৎস্য আহরণ নিষি×। এর সাথে সরকার ২০১৯ সাল থেকে প্রতি বছর ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন ব½পসাগরে মাছের সুষ্ঠ প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎসসম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নতুন করে সকল প্রকার মৎস আহরণ নিষি×করণ সময় ঘোষণা করেছে। এত দীর্ঘ সময় সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষি× হওয়ার ফলে নতুর করে সংকটে পড়েছে উপকূলের জেলে সমাজ। এই সংকটের প্রভাব তাদের জীবনে কতোটা তা জানতে কোস্ট ট্রাস্ট ২৩ জুন-১ জুলাই, ২০২০ এক গবেষণার অবতারণা করে। নিম্নে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য:

১. মৎস আহরণ নিষি×করণের ফলে জেলেদের আর্থসামাজিক জীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
২. নারী জেলের ঝুঁকি ও জেন্ডার ন্যায্যতা বিশ্লেষণ করা।
৩. উ^3 প্রভাব মোকাবেলার ক্ষেত্রে সাধারণ জেলেদের চাহিদাগুলোকে যাচাই করা।
৪. জেলেদের চাহিদাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে এ্যাডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন করা।

৩. গবেষণার পদ্ধতি

কাঠামোব× প্রশ্নপত্রের মাধমে ব½পসাগর সংলগ্ন ৩টি বিভাগ থেকে ৬টি জেলাকে নির্বিচারে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। জেলাগুলো হলো চট্টোগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার ও লক্ষীপুর জেলা, বরিশাল বিভাগের ভোলা ও পটুয়াখালী জেলা এবং

খুলনা বিভাগের খুলনা ও বাগেরহাট জেলা। ৬টি জেলায় গড়ে প্রায় ৫০ জন করে মোট ২৮৪ টি জেলে পরিবার প্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে “র‍্যাপিড রিসার্চ” বা দ্রুত গবেষণা সম্পাদন প×তি ব্যবহার করে সমীক্ষার ফলাফল জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.১ সাধারণ জেলের সংজ্ঞা: (যাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে)

যারা সাগরে মাছ ধরে জীবীকা নির্বাহ করেন এবং ৬৫দিন মৎস আহরণ নিষি×করণের ফলে প্রভাবিত। অর্থাৎ সাধারণ জেলে, জেলে শ্রমিক, যারা মহাজনের নৌকায় মাছ ধরেন, মহাজন এবং যারা সরকারি প্রণোদনা পাবার যোগ্য তারাই এখানে সাধারণ জেলে।

৪. সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য

সমীক্ষার কাঠামোব× প্রশ্নপত্র অনুযায়ী, ২০টি প্রশ্ন থেকে পরিবারভিত্তিক যে তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

৪.১ ব্যক্তিগত তথ্য

উত্তরদাতাদের মধ্যে পুরুষ প্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল ৭৩.৫% এবং নারী প্রধান বা পুরুষ প্রধান পরিবারে নারী উত্তরদাতা ছিল ২৬.৫%।

উত্তরদাতাদের বয়স ছিল ১৮-২৫ বছরের মধ্যে ৭%, ২৬-৩৫ বছর ৩৫.২%, ৩৬-৪৫ বছর ৩৪.৫%, ৪৬-৬০ বছর ২০.৮% এবং ৬১+ বয়সী ছিলেন ২.৫% ব্যি³।

পেশা বিবেচনায় নিজে এককভাবে মাছ ধরেন এমন উত্তরদাতা ছিলেন ৩৬.৪%, জেলে শ্রমিক ছিলেন ৫০.২%, মহাজনের নৌকায় মাছ ধরেন এমন ছিলেন ৮.৫% এবং মহাজন ছিলেন ৪.৯%।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ১-৩ জন সদস্য রয়েছে ৬% পরিবারে, ৪-৫ জন সদস্য রয়েছে ৪৪.৭%, ৬-৭ জন সদস্য রয়েছে ৩৬.৩% এবং ৮ জনের অধিক সদস্য রয়েছে ১৩% পরিবারে।

৪.২ ৬৫ দিন মৎস আহরণ নিষিদ্ধি হবার ফলে জেলেজীবনে এর প্রভাব নিয়ে সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য

১. **মৎস আহরণ নিষিদ্ধকরণের পুর্বে স্বাভাবিক সময়ে আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত ছিল?** এর উত্তরে ৩- ৫ হাজার টাকা বলেছেন ৬% উত্তরদাতা। ৬- ১০ হাজার বলেছেন ৪২.৪%। ১১- ১৫ হাজার বলেছেন ৩৪.৬% এবং ১৬ হাজার এর অধিক ছিল বলেছেন ১৭% উত্তরদাতা।

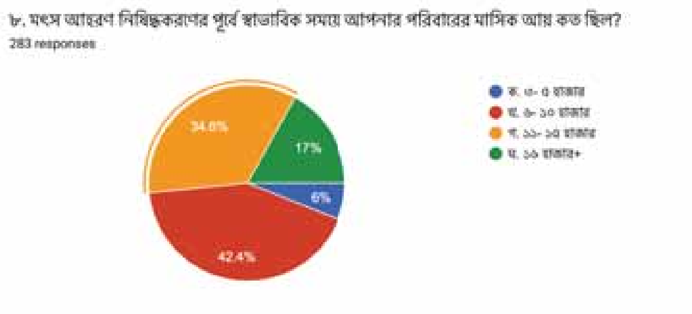

২. **মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত?** এর উত্তরে ১- ৫ হাজার টাকা বলেছেন ২৩.৩% উত্তরদাতা। ৬- ১০ হাজার বলেছেন ৮.৫%। ১১- ১৫ হাজার বলেছেন ৭.৪% এবং কোন আয় নেই বলেছেন ৬০.৮% উত্তরদাতা।

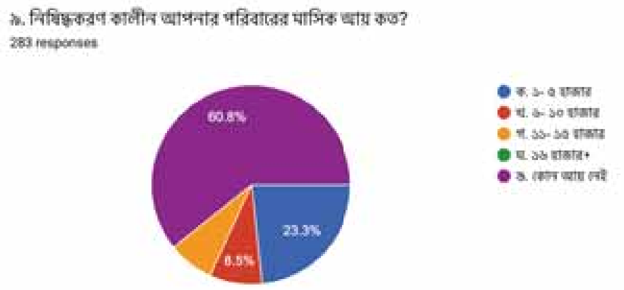

৩. আয় কমে গেলে কত শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করেন? এর উত্তরে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্ষতি হয়েছে বলেছেন ২.১% উত্তরদাতা, ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হয়েছে বলেছেন ১০.২%, ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত হয়েছে বলেছেন ২২.৯% এবং ১০০% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেছেন ৬৪.৮% উত্তরদাতা।

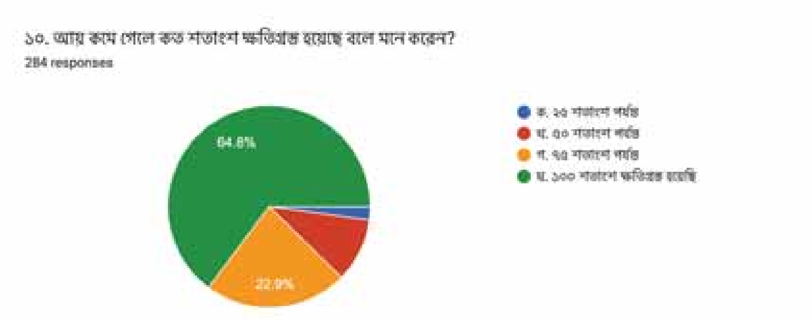

৪. মৎস আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে কী করেন? এর উত্তরে সম্পূর্ণ অবসর যাপন করছি বলেছেন ৬৯.৯% উত্তরদাতা, অন্য পেশায় শ্রম বিক্রি করছেন ২৩.৮%, ক্ষুদ্র ব্যবসা করছেন ১.৪% এবং কাজের সন্ধানে অন্যত্র যান ৫% উত্তরদাতা।

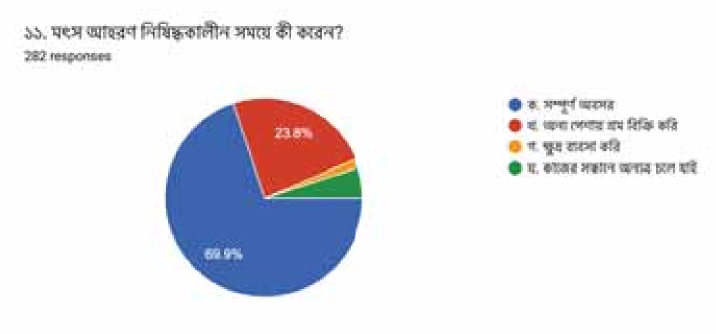

৫. মৎস আহরণ নিষিদ্ধকরণের পুর্বে স্বাভাবিক সময়ে আপনার পরিবার দিনে কতবেলা খাবার গ্রহন করতো? এর উত্তরে ২ বেলা খেতেন এমন পরিবার সংখ্যা ৩.২%, ৩ বেলা খেতেন ৯৫.৮% আর মাঝে মাঝ উপোষ থাকতো এমন উত্তরদাতা পরিবার ছিল ১.১%।

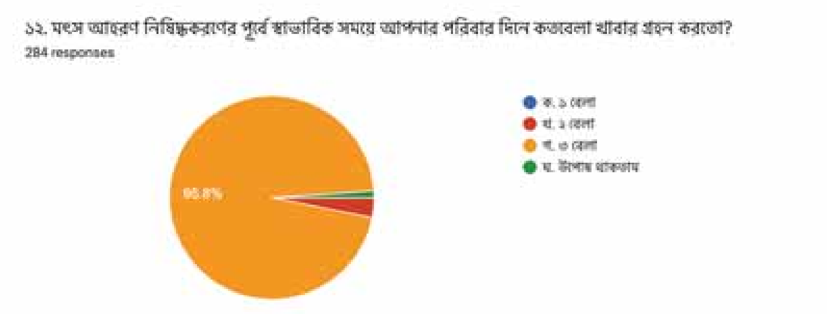

৬. মৎস আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময়ে আপনার পরিবার দিনে কত বেলা খাবার গ্রহণ করে? এর উত্তরে বর্তমানে ১ বেলা খাবার খান এমন উত্তরদাতা পরিবার পাওয়া গেছে ৫.৩%, ২ বেলা খান এমন পরিবার ৪৩%, ৩ বেলা খান ৫১% এবং উপোষ থাকেন এমন উত্তরদাতা পরিবার সংখ্যা ০.৭%।

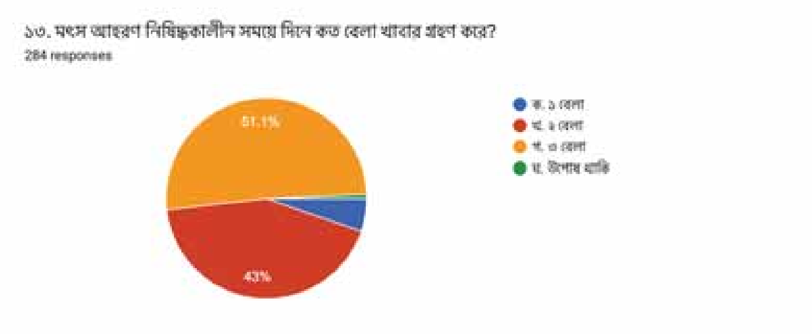

৭. মৎস আহরণ নিষিদ্ধকালীন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার জেলেদের ২ বারে ৪৩ কেজি করে চাল দিবে। আপনার পরিবার পেয়েছে? এর উত্তরে হা বলেছেন ৬৫.৮% উত্তরদাতা এবং না বলেছেন ৩৪.২%।

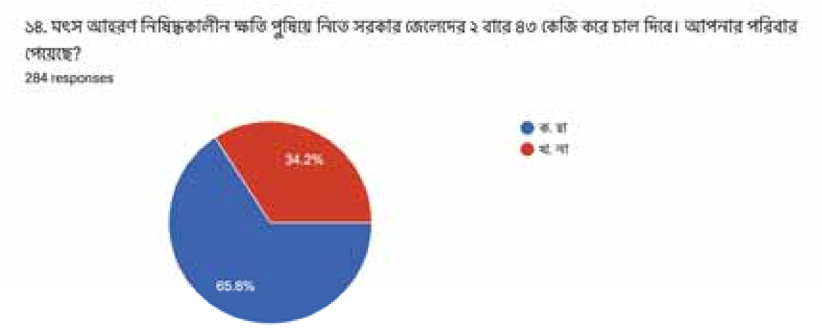

৮. চাল পেলে এই সাহায্য কি যথা সময়ে পেয়েছেন? এর উত্তরে হ্যা, ব্যানের শুরুতে পেয়েছি বলেছেন ৩২.৫% উত্তরদাতা, ১ মাস দেরিতে পেয়েছি বলেছেন ৫১.৫%, গত বছর ২ মাস দেরিতে পেয়েছেন ৫% এবং ব্যান শেষে পেয়েছেন ১১% উত্তরদাতা।

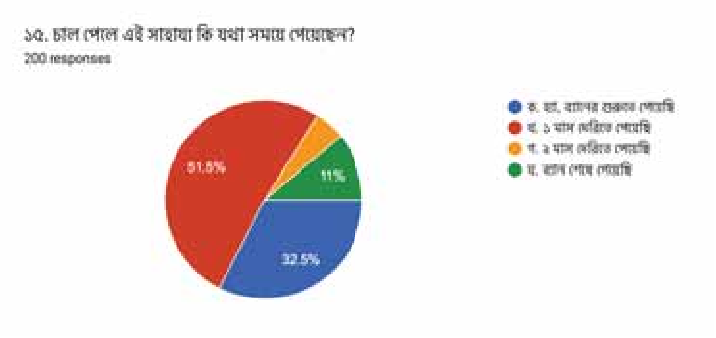

৯. আর চাল না পেলে এর কারণ কি বলে মনে করেন? এর উত্তরে কখন তালিকা হয়েছে তা আমি জানিনা বলেছেন ২৪% উত্তরদাতা। তালিকার সময় আমি এলাকায় ছিলাম না বলেছেন ৩৪.৪%, তালিকার সময় বয়স ১৮ এর নিচে ছিল ২.১% এবং সব ঠিক থাকার পরেও নাম ওঠেনি বলেছেন ৩৯.৬% উত্তরদাতা।

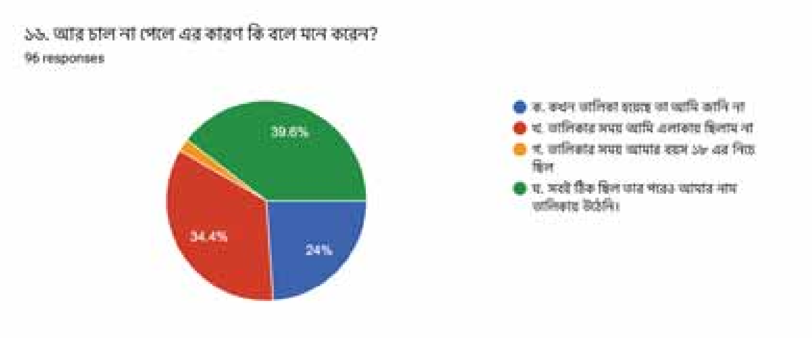

১০. চাল পেলে এই সাহায্য পর্যাপ্ত কি না? এর উত্তরে হা বলেছেন ৫.৯% এবং না বলেছেন ৯৪.১% উত্তরদাতা।

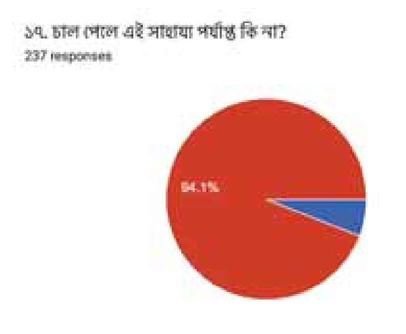

১১. না হলে কেন নয়? কোন কোন উত্তরদাতা এখানে একাধিক উত্তর দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ৮৭.৭% বলেছেন ৪৩ কেজি করে চাল ২ বার প্রদান গড়ে ৫ জন পরিবারের সদস্যর জন্য দুই মাসাধিক সময়ে যথেষ্ট নয়। আর ১২.৩% বলেছেন এই চালে তাদের হয়ে যায়। অন্যদিকে ৬৭.৫% বলেছেন শুধু চাল যথেষ্ট নয় কারণ সংসারের অন্যান্য খরচের জন্য নগত কোন সহায়তা নেই।

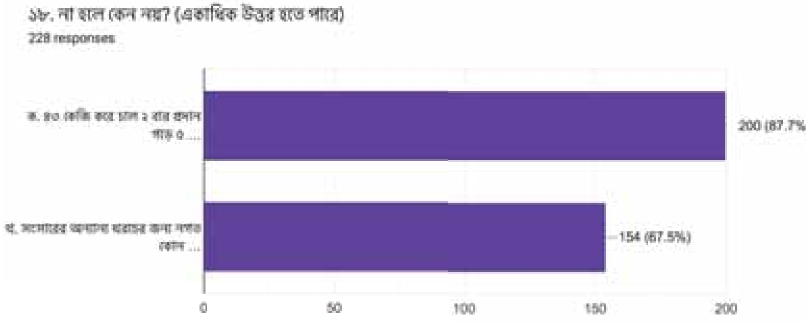

১২. চাল ছাড়া এ সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের আওতায় আর কোন ধরণের সহায়তা পেয়েছেন কি না? এর উত্তরে হা বলেছেন মাত্র ৩.৯% উত্তরদাতা আর না বলেছেন ৯৬.১%।

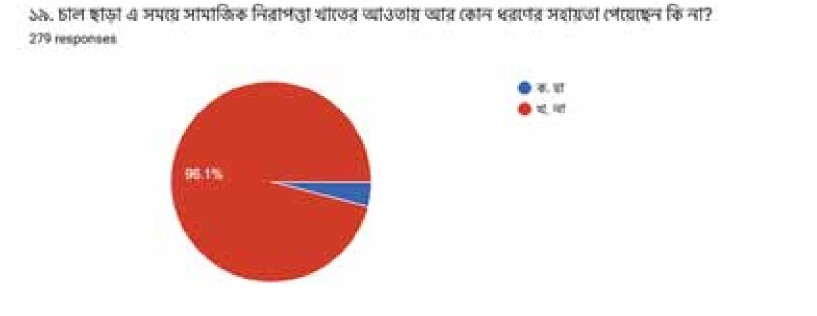

১৩. মৎস আহরণ নিষিদ্ধকালীন সংকট মোকাবেলা করতে আপনি/পরিবার কি করেছেন? এর উত্তরে আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশির কাছ থেকে ধার-কর্য করেছেন ১১.৩% উত্তরদাতা। সুদে ধার করেছেন ৭৯.৯%। ধার করেন নাই ৪.৬% এবং ধার পান নাই ৪.২%।

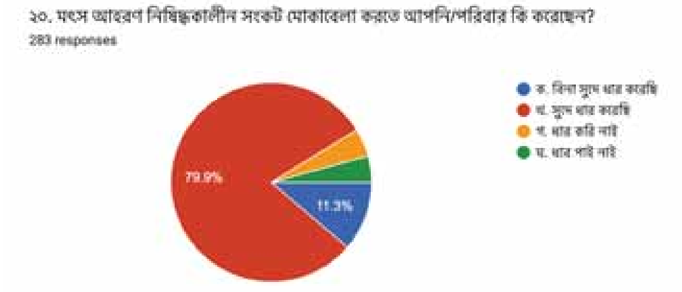

১৪. এ সময় আপনি বা পরিবারকে ধার ছাড়া আর কি কি করতে হয়েছে? উত্তরদাতারা একাধিক উত্তর দিয়েছেন যার মধ্যে বলেছেন যে জমাকৃত সঞ্চয় ভে½ ফেলেছেন ২৬.৩%। গরু-ছাগল, হাস-মুরগি বিক্রি করেছেন ৩১.৩%। গহনা বিক্রি করেছেন ১০.৮%।. রিকশা/ ভ্যান/ ঠেলাগাড়ি বিক্রি করেছেন ৩.৬%। জমি বিক্রি বা বন্ধক রেখেছেন ৫.৪%। দাদনে আগাম শ্রম মহাজনের কাছে বিক্রি করেছেন ৪২.১%। ছেলে-মেয়েদের বাসাবাড়িতে বা অন্যত্র কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন ১১.২%। মহাজনের কাছে চড়া সুদে ঋণ করেছেন ৪৫.৭%। জাল/নৌকা বিক্রি বা বন্ধক রেছেছেন ১৬.৯%। দোকানে বাকী করে চলছেন ৫২.৫% এবং কোন উপায় ছিল না বলেছেন ১৫.১% উত্তরদাতা।

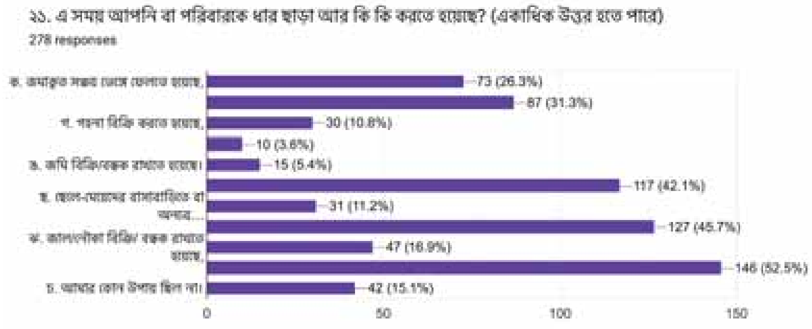

১৫. মৎস আহরণ নিষিদ্ধকালীন সংকটের প্রভাবে আপনার পরিবারে কোন ধরণের নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটেছে বলে মনে করেন কী? এর উত্তরে ঘটেছে বলে মনে করেন ৫১.৮% আর ঘটেনি মনে করেন ৪৮.২% উত্তরদাতা।

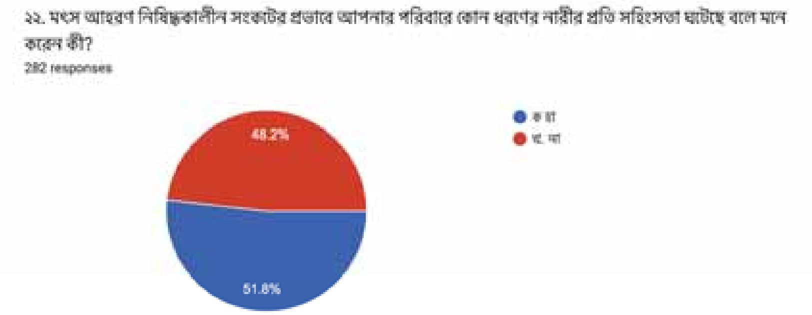

১৬. যদি সহিংসতা ঘটে থাকে তবে তা কোন পর্যায়ের? উত্তরদাতারা কোন ক্ষেত্রে একাধিক উত্তর দিয়েছেন যার মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে মনে করেন ৭২.৬%। গালাগালি দেয়া বা কটূক্তি করা বৃদ্ধি পেয়েছে মনে করেন ৬৭.৪%। কোন কোন ক্ষেত্রে গায়ে হাত তোলা পর্যন্ত হয়েছে মনে করেন ৪১.১%।

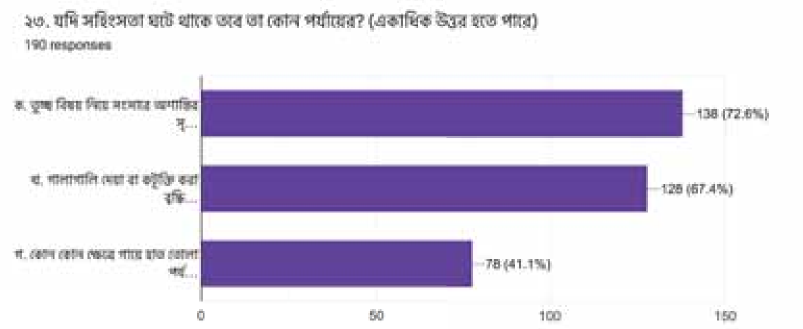

১৭. এ ছাড়াও আর কোন কোন ক্ষেত্রে সংসারে এর প্রভাব পড়েছে বলে মনে করেন? এখানেও উত্তরদাতারা একাধিক উত্তর দিয়েছেন যার মধ্যে অভাবের কারণে ছেলে-মেয়ের বাল্যবিয়ে দিতে হয়েছে বলে মনে করেন ৯.৮%। ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে (গত বছর, এ বছর কোভিডের কারণে স্কুল বন্ধ) বলে মনে করেন ৩১.১। সংসারে নারীর মতামতের গুরুত্ব বা মর্যাদা কমে গেছে বলে মনে করেন ৪৫.৮%। স্ত্রীর বাপের বাড়ি থেকে অর্থসাহায্য আনার জন্য চাপ দেয়া হয়েছে জানিয়েছে ৩৬% আর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন ৬৭.৪% উত্তরদাতা।

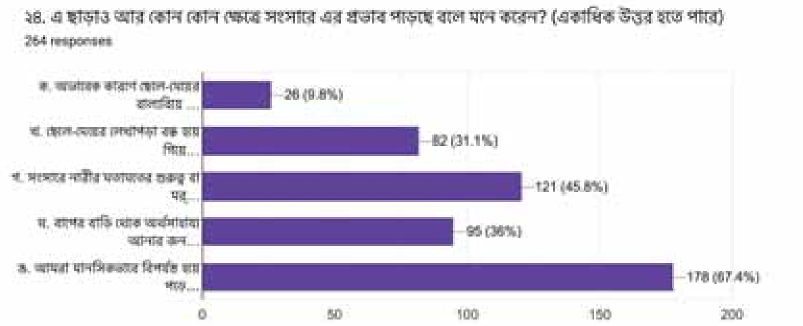

১৮. সমুদ্রে মৎস্য আহরণ ছাড়া আপনার আর কোন ধরণের বিকল্প আয়ের উৎস আছে কি না? এর উত্তরে হা বলেছেন ৪.৬% আর না বলেছেন ৯৫.৪% উত্তরদাতা।

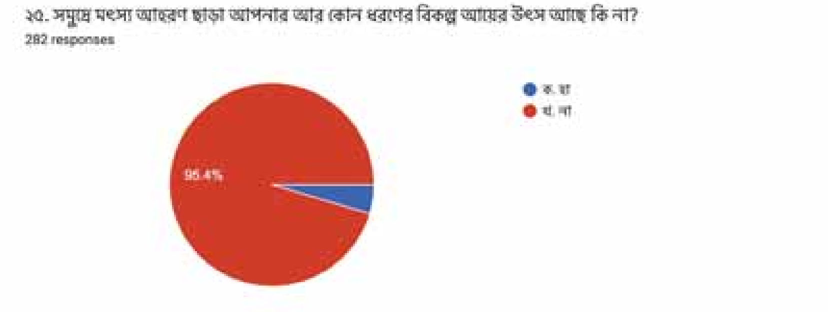

১৯. **মৎস আহরণ নিষিদ্ধকালীন সংকট পুষিয়ে নিতে আপনার/পরিবারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?** উত্তরদাতারা একাধিক উত্তর দিয়েছেন যার মধ্যে জমাকৃত সঞ্চয় ভে½ ফেলবেন বলেছেন ২৩.৮%। গরু-ছাগল, হাস-মুরগী বিক্রি করবেন ১৭.৮%। গহনা বিক্রি করবেন ৯.৭%। রিকশা/ ভ্যান/ ঠেলাগাড়ি বিক্রি করবেন ৪.৫%। জমিবিক্রি/বন্ধক রাখবেন ৯.৩%। ঋণ করবেন ৫৮.৭%। দাদনে আগাম শ্রম বিক্রি করবেন ৪২.৮%। ছেলে-মেয়েদের আয়মূলক কাজে লাগিয়ে দেবেন ১৬.৪%। জাল/নৌকা বিক্রি/ বন্ধক রাখবেন ১৬.৭% এবং কোন উপায় নেই বলে জানিয়েছেন ২৬% জেলে পরিবার।

২০. **এই সংকট মোকাবেলায় সরকার হতে কি ধরণের সহযোগীতা আশা করেন?** একাধিক উত্তরে সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতায় বিকল্প কর্মসংস্থান যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ইত্যাদিতে যু³ হওয়ার আশা ব্য³ করেছেন ৪১.২% উত্তরদাতা। দুই মাসের জন্য ন্যুনতম মজুরি হিসেবে সরকার হতে নগদ অর্থ প্রণোদনা বা সহায়তা চেয়েছেন ৪৮.২%। আরো বেশি করে চাল সহায়তা চেয়েছেন ৪১.৯%। ঐ সময়ে বিশেষ ঋণ সহায়তা চেয়েছেন ৫৮.৮% এবং নিশি× সময় ৬৫ দিন থেকে কমিয়ে ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমš^য় করে জেলেদেরকে মাছ ধরতে দেয়া হোক এমনটি চেয়েছেন ৫৪.৬% উত্তরদাতা।

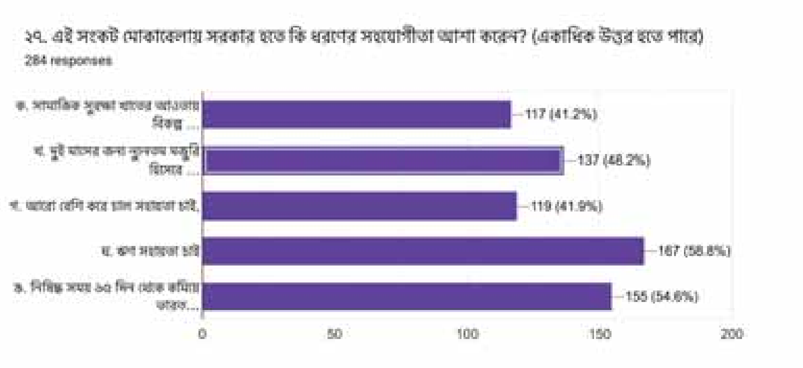

৫. দেশের মানুষের মাছের চাহদা মেটালেও নিজেদের জীবনে চাহিদা মেটাতে পারছেন না জেলেরা

মাছ উৎপাদনে বিশে বাংলাদেশের অবস্থান ৮ম[১]। প্রতি বছর ৪.২৭ মিলিয়ন টন মাছ দেশে উৎপাদন হয়। সরকারি তথ্য মতে দেশের মানুষের মৎস্য চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ আজ স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং বার্ষিক জিডিপিতে এর অবদান ৩.৫৭ শতাংশ[২]। শুধু মাত্র ইলিশ একক মাছ হিসেবে দেশের মৎস্য চাহিদার ১২ ভাগ চাহিদা পূরণ করে[৩]। গত ১০ বছরে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ৫৮.৩৫ শতাংশ[৪]। দেশের ১১ শতাংশ লোক মৎস্য আহরণের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যার মধ্যে ১৪ লক্ষ নারী যারা মৎস্য আহরণ, চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদির সাথে যু³[৫]। সরকারি হিসেব অনুযায়ী উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৫ লাখ জেলে সরাসরি মৎস্য আহরণের সাথে যু³। ইলিশ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ইত্যাদির সাথে যু³ আছেন আরো প্রায় ২০-২৫ লাখ মানুষ।

সারা দেশের মানুষের মৎস্য চাহিদা পূরণ করলেও জেলেরা বরাবরই বঞ্চিত। মাছ ধরা নিষি×কালীন সময়গুলোতে তাদের বেশির ভাগই মানবেতর জীবন যাপন করে। গবেষণায় দেখা গেছে স্বাভাবিক সময়ে ৫ হাজার টাকা পর্যš— আয় ছিল ৬ শতাংশ জেলে পরিবারের। কিš‘ মাছ ধরা নিষি× সময়ে এই হার ২৩.৩ শতাংশ এবং কোন আয়ের সাথে যু³ নেই ৬০.৮ শতাংশ পরিবার। বেকার সময় পার করছেন ৬৯.৯ শতাংশ পরিবার প্রধান। আগে ৩ বেলা খেতেন ৯৫ শতাংশ পরিবার এখন এই হার ৫১ শতাংশ। মাছ ধরা নিষি×কালীন সরকারি চাল সহায়তা পৌঁছায়নি ৩৪.২ শতাংশ পরিবারে। সব ঠিক থাকার পরেও তালিকায় নাম ওঠেনি বলে অভিযোগ করেছেন ৩৯.৬ শতাংশ পরিবার প্রধান। আর ৪৩ কেজি করে চাল ২ বার প্রদান দুই মাসাধিক সময়ে যথেষ্ট নয় বলেছেন ৮৭.৭ শতাংশ পরিবার। অন্যদিকে ৬৭.৫ পরিবার বলেছেন শুধু চাল সাহায্য যথেষ্ট নয় কারণ সংসারের অন্যান্য খরচের জন্য নগত কোন সহায়তা দেয়া হয় না।

---

[1] The Economist Intelligence Unit's publication, FAO, 2017
2 www.fisheries.gov.bd
3 FAO report The State of World Fisheries and Aquaculture 2018
4 FAO report, 2018
5 Bangladesh Fisheries Sector: Growth Prospects and Opportunities

সংসারের অতি প্রয়োজনীয় খরচ যোগতে মহাজনের কাছে চড়া সুদে ঋণ করেছেন ৪৫.৭ শতাংশ এবং দাদনে আগাম শ্রম বিক্রি করেছেন ৪২.১ শতাংশ পরিবার প্রধান। অভাবের কারণে ছেলে-মেয়ের বাল্যবিয়ে ত্বরান্বিত হয়েছে বলে মনে করেন ৯.৮ শতাংশ, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে মনে করেন ৩১.১ শতাংশ এবং সন্তানদের আর স্কুলে না পাঠিয়ে আয়মূলক কাজে লাগিয়ে দেবেন বলেছেন ১৬.৪ শতাংশ পরিবার। নিয়মিত অভাব, কোভিড-১৯ এর লকডাউন এবং সর্বোপরি ৬৫ দিনের মৎস্য আহরণ নিষি× হওয়ার কারণে কোন কাজ না থাকায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন ৬৭.৪ শতাংশ পরিবার প্রধান।

৬. সংকট মোচনে জেলেদের দাবি:

- অবসর সময়ে গরু-ছাগল পালন করত চান জেলে পরিবারগুলো। সেজন্য তারা সহজ ঋণ বা আর্থিক সাহায্যের কথা বলেছেন।

- প্রায় ৪০ শতাংশ জেলের নাম তালিকায় ওঠেনি। অন্যদিকে জেলে নন এমন ৪০ শতাংশ লোকের নাম তালিকায় অন্তভু³ হয়েছে। জেলে কার্ড না থাকায় অনেক জেলে সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। জেলেরা তাই সঠিক তালিকা প্রণয়ণের দাবী জানিয়েছেন।

- জেলেরা জিডিপিতে যে অবদান রাখেন সেই তুলনায় ন্যূনতম সহায়তাও তারা পান না। তারা দেশের সকল মানুষ জন্য সুস্বাদু মাছ তুলে দেন কিন্তু নিজেরা ঠিকমতো খেতে পান না। শুধু চাল সহায়তা সংসারের অন্যান্য খরচ যেমন দৈনন্দিন বাজার, চিকিৎসা, শিক্ষা, ইত্যাদির খরচ মেটাতে পারেনা তাই জেলেরা ন্যূনতম মজুরী হিসেব মৎস্য আহরণ নিষি×কালীণ সময়ে নগত অর্থ সহায়তার কথা বলেছেন।

- জেলেরা এই সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের আওতায় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সাথে যু³ হওয়ারও দাবী করেছেন।
- দাদনে আগাম শ্রম বিক্রি ও মহাজনী ঋণ জেলে জীবনে অভিষাপস্বরূপ। সুদের হার মাসিক প্রায় ১০ শতাংশ পর্যন্ত। সংকট মোকাবেলায় প্রায় অর্ধেক জেলে মহাজনের কাছে চড়া সুদে ঋণ করেছেন। জেলেরা তাই সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের দাবী জানিয়েছেন।

- বাল্যবিয়ে অভিষাপ এবং লেখাপড়া ছেলেমেয়েদের অধিকার। এ প্রশ্নে জেলেরা এখনও তেমন সচেতন নন বা জানলেও অনেকেই তা পালন করছেন না। বাল্যবিয়ে রোধ ও শিক্ষার হার বাড়াতে জেলেরা তাই আরো সচেতনতা ও প্রণোদনমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়ার দাবী জানিয়েছেন।

- কোভিড-১৯ এ লকডাউনের কারণে পূর্ব থেকেই জেলেরা ঘরে বসে ছিল। এর সাথে ৬৫ দিনের মৎস্য আহরণ নিষি×করণ এবং সাইক্লোন আমফান তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। অপ্রতুল চাল সাহায্য এই সময়ের জন্য কোনভাবেই যথেষ্ট নয়। জেলেরা তাই প্রতিটি মৎস্য আহরণ নিষি×কালীন সময়ে যথাযথ সাহায্য বরাদ্দের দাবী জানিয়েছেন।

- কর্মহীন হয়ে বসে থাকা ও অভাবের কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন ৬৭.৪ শতাংশ জেলে পরিবার। পরিবারে এর চরম প্রভাব পড়েছে বলেন তারা। জেলেরা তাই এ সময়ে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির দাবী জানিয়েছেন।

- জেলেরা বলেন বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমার সমুদ্রসীমার সাথে যু³। কিন্তু সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষি× সময় সব দেশের জন্য এক নয়। ফলে বাংলাদেশের জেলেরা সমুদ্রে না গেলেও ভারত ও মায়ানমারের জেলেরা ঐ সময়ে বাংলাদেশের সীমান্ত কাছাকাছি এলাকায় এসে মাছ ধরে নিয়ে যায়। এতে সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত হয় আবার জেলেরাও বঞ্চিত হয়। জেলেরা তাই ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমন্বয় করে “মৎস্য আহরণ নিষি× সময়” নির্ধারণের দাবী জানিয়েছেন।

- জেলেদের মতে নিষি× সময় ৬৫ দিন অতি দীর্ঘ। এটি কমিয়ে তারাতারি জেলেদেরকে মাছ ধরতে দেয়ার জন্য দাবিও করেছেন জেলেরা।